JAN. 2001

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়

# চারুকলার শিক্ষকদের নির্লিপ্ততায় বিলুপ্ত হতে বসেছে নাট্যকলা শাখা

শাহাব উদ্দিন নীপু, চ.বি. থেকে : শিক্ষক সংকট এবং চারুকলা বিভাগের শিক্ষকদের সীমাহীন নির্লিপ্ততার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা শাখা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে শোনা গেছে। শাখাটিকে রক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো উদ্যোগ নেয়নি। নাট্যকলা শাখাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বিভাগে উন্নীত করার দাবিতে সাবেক এবং বর্তমান শিক্ষার্থীরা আজ শনিবার থেকে আন্দোলনে নামছে বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, চারুকলা বিভাগের অধীনে ১৯৭০ সালে নাট্যকলা শাখা চালু হলেও গত ৩০ বছরে এটি বিভাগে উন্নীত হতে পারেনি। বর্তমানে নাট্যকলা শাখায় কোনো স্থায়ী শিক্ষকও নেই। মাস্টার্স পরীক্ষার্থীসহ নাট্যকলায় বর্তমান শিক্ষার্থী হচ্ছে ১০ জন। গত তিন ব্যাচে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি এবং হতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই শিক্ষার্থীদের কোনোরকমে পাস করিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক জিয়া হায়দারকে চুক্তিভিত্তিক এবং কুন্তল বড়ুয়াকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিভাগেরই শিক্ষার্থীরা। বিভাগের অপর দুই শিক্ষক কামাল উদ্দিন নীলু নিয়মবহির্ভূত ছুটিতে ঢাকা অবস্থান করছেন এবং রহমত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নাট্যকলা শাখাকে নাট্যকলা বিভাগে উন্নীত করার অনুমতি দিলেও তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি। উপরন্তু পরপর তিন বছর ছাত্র ভর্তি বন্ধ রেখে এ শাখাটি বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন চারুকলার শিক্ষকরা- এমন অভিযোগ সাবেক ছাত্রদের। তারা 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করে এখন আন্দোলনে নামছে।

এ ব্যাপারে বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে তারা মুখ খুলতে রাজি হননি। একজন শিক্ষক নাম না প্রকাশ করার শর্তে এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'গ্রুপিং এবং সিনিয়র শিক্ষকদের অনীহার কারণে নাট্যকলা শাখা অকালে মরে যাচ্ছে।' এ অনীহার পিছনে বিভাগে টাকা-পয়সার বরাদ্দের বণ্টন এবং শিক্ষকদের মধ্যে স্থানীয় এবং অস্থানীয় (চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের বাইরের) দ্বন্দ্ব কাজ করছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে নাট্যকলা শাখায় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনার্স-মাস্টার্স দুটোতেই প্রথম শ্রেণী চাওয়ায় কোনো শিক্ষকই পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৮৬-৮৭ ব্যাচে মাস্টার্স এবং ১৯৯১-৯২ ব্যাচ থেকে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও বিভাগ থেকে পাস করা সাবেক ছাত্ররা কিংবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কেউ এ বিভাগে শিক্ষক হতে পারছে না। নাট্যকলা শাখার কোনো শিক্ষক চারুকলা বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে না থাকায় এ বিষয়ে কথা বলারও কেউ নেই। নাট্যকলায় দেশে প্রথম মাস্টার্স করা জোবায়দুর রশীদের মতে, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা শাখা এখনো বেঁচে আছে চারুকলার শিক্ষকদের দয়ায়।'